সঞ্চয়িতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সুবর্ণরেখা

প্রকাশকের নিবেদন

রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী রচনার পুনর্মুদ্রণের সুযোগ যে কোনও বাঙালি প্রকাশকের কাছে পরম সৌভাগ্যের। সবিনয়ে স্বীকার করি, এই অধিকার একই সঙ্গে প্রকাশকের পক্ষে গুরুতর দায়িত্বও বটে। সুষ্ঠুভাবে তা পালনের জন্য আমরা তিনজনের একটি উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করেছি। এই ত্রয়ী সাহিত্য ও সংস্কৃতি-মনস্ক বাঙালি পাঠকের কাছে সুপরিচিত। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে ভবতোষ দত্ত একটি বিশিষ্ট নাম। রবীন্দ্ররচনাবলী সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য সুবিদিত। তা ছাড়া দীর্ঘকাল তিনি ছিলেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-অধ্যাপক। বিশিষ্ট লেখক, গবেষক ও শিক্ষাব্রতী পবিত্র সরকার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য। নিত্যপ্রিয় ঘোষ সমকালের একজন বুদ্ধিদীপ্ত, যুক্তিশীল, প্রখর সমালোচক ও প্রাবন্ধিক। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর আলোচনার গভীরতা এবং নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি পাঠকসমাজে তাঁকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে। আমাদের আমন্ত্রণে 'পুনশ্চ'-র রবীন্দ্রসাহিত্য সঠিকভাবে বহুল প্রচারের উদ্যোগে সানন্দে সাড়া দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁদের নিরন্তর সতর্ক, সক্রিয় এবং সদর্থক উপদেশই আমাদের যাত্রাপথে পাথেয়।

প্রতিটি রচনাসংগ্রহেই পাঠকের পক্ষে অতি-প্রয়োজনীয় পরিচিতি লিখেছেন বিশিষ্ট একজন সম্পাদক। কখনও কখনও উপদেষ্টা নিজেই অনুগ্রহ করে পালন করেছেন সম্পাদকের দায়িত্ব। তাঁদের এবং অন্যান্য সম্পাদক, সকলকেই জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

পূর্বভাষ

রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্তত তিনটি বড়ো সংকলন বাঙালি পাঠক নানা সময়ে উপহার পেয়েছে। প্রথম দুটি হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই। 'চয়নিকা' তার প্রথমটি, সেটি প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১৬ (ইং ১৯০৮) সালে, আশ্বিন মাসে। প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের পক্ষে। তা মুদ্রিত হয় এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেসে। এর প্রথম সংস্করণে ছিল মোট ১৩০টি কবিতা, আর কোনো কোনো কবিতার ভাবচিত্রণ হিসেবে নন্দলাল বসুর সাতটি ছবি।

দ্বিতীয় সংকলন 'সঞ্চয়িতা', যে-বই এখন পাঠকদের হাতে আছে। সেটি প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৩৮-এ। আর তৃতীয় সংকলন 'সূর্যাবর্ত'। ১৯৮৯ সালে এর প্রকাশ, সংকলক শ্রীশঙ্খ ঘোষ। তৃতীয় সংকলনটি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মশতবার্ষিকী (১৯৮৬) উপলক্ষে পরিকল্পিত হয়েছিল।

'চয়নিকা' আর 'সঞ্চয়িতা' — দুটিতেই কবিতা সংকলনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের হাত ছিল, তবে 'সঞ্চয়িতা'র কবিতা মূলত তাঁর একার সংকলন। 'চয়নিকা'-তে মূল সংকলক ছিলেন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম মর্মগ্রাহী সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮), কবি অমিয় চক্রবর্তীর (১৯০১-১৯৮৬) দাদা। কিন্তু 'সঞ্চয়িতা'-র সংকলন রবীন্দ্রনাথের নিজের করা। ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেকথা : "সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি। অন্যের উপরেই দিতাম। কেন না, কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।"

এখানে যদিও 'হয়তো' এবং 'কোনো কোনো স্থলে' বলে রবীন্দ্রনাথ একটু সতর্ক পা ফেলেছেন, তবু পরেই দেখছি, তাঁর আশঙ্কা এই নয় যে, তাঁর নিজের দুর্বল কবিতাগুলি তিনি সৃষ্টিসময়ের মমতাবশত সংকলন করে ফেলবেন। বরং অন্যরা তাঁর (তাঁর মতে) দুর্বল কবিতা তাদের পছন্দসই বলে বইয়ে স্থান দিচ্ছে, এটাই তাঁর মূল উদ্‌বেগ। অন্যেরা নির্বাচনে নির্মম হতে পারেন না, রবীন্দ্রনাথ পারেন। ফলে তিনি নিজে তাঁর (তাঁর মতে) দুর্বল কবিতা বা কবিতার অংশ ('নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' আসলে 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থের অনেক বড়ো একটি কবিতার ছিন্ন অংশ মাত্র) তিনি স্বচ্ছন্দেই বর্জন করেছেন।

ফলে 'সঞ্চয়িতা' হল কবির স্বনির্বাচিত কবিতার সংকলন। বা আজকালকার ভাষায় 'স্বনির্বাচিত শ্রেষ্ঠ কবিতা।'

কেন রবীন্দ্রনাথ একথা বলছেন তার একটা ইতিহাস বা পটভূমিকা আছে। 'চয়নিকা' সংকলনটি প্রথম হয়েছিল বিষয় অনুসারে — মোট বারোটি ভাগে। পরবর্তী সংস্করণে এই ভাগ টেকেনি, তা ক্রমে কাব্যগ্রন্থ অনুসারে কালানুক্রমিক এক সংকলনের রূপ নেয়। কিন্তু শেষ দিকে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া হয়েছিল সংকলনের। ৩২০ জন তদ্‌গত পাঠকের কাছে ভোট চাওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের ২০০টি শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন করে দেওয়ার জন্য। সেই ভোট অনুসারে কবিতা আসতে থাকে, এবং তারই ভিত্তিতে এক নতুন 'চয়নিকা' তৈরি হয়ে ওঠে।

এই ভোটের ফল যে সবসময় সকলের প্রত্যাশামতো হয় না তা বলাই বাহুল্য। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো কবির কাছে। ভোটে নিশ্চয়ই এমন অনেক কবিতা পৌঁছেছিল যেগুলি সংকলনে না থাকলেই তিনি খুশি হতেন। তারই অস্বস্তিকর স্মৃতি যেন কাজ করছে 'সঞ্চয়িতা'-র সংকলনের দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়ায়। বলা বাহুল্য, 'সঞ্চয়িতা'-র সংকলন কালানুক্রমিক বা প্রায়-কালানুক্রমিক — কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকাল অনুযায়ী সাজানো। শুধু 'গীতবিতান'-এর গানগুলিতে অন্যান্য কাব্যের সঙ্গে কালানুক্রম রক্ষা করা সব সময় সম্ভব হয়নি।

তবু কবির নিজের সংকলন, তা যতই ভালো হোক, যতই অনন্য হোক, তার একটা বিষয়ে অন্তত অপূর্ণ থাকার সম্ভাবনা থেকে যায়। কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের কবিতা তাতে সংকলিত হয় না। দ্বিতীয়ত, কবির পছন্দ ও নির্বাচনের বিশিষ্টতা আমাদের অবশ্যমান্য, কিন্তু আমাদের পছন্দও তো কখনও কখনও আমাদের কাছে মূল্যবান মনে হতে পারে, আমরা ভাবতেই পারি যে, ইস্, এত ভালো এই কবিতাটা রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্চয়িতা'-তে নেননি। এই সব নানা যুক্তি থেকে, একশো পঁচিশ বছরের সূত্রে সংকলিত হয়েছিল 'সূর্যাবর্ত'। এর সংকলক শঙ্খ ঘোষ 'সূচনা' অংশের প্রথমেই বলেছেন, "সঞ্চয়িতার কোনো বিকল্প নেই..... কোনো বিকল্প হতে পারে না।" স্বয়ং কবির করা যে সংকলন, তার সমকক্ষ হওয়ার দাবি আর কোনো সংকলনের নেই।

তবু, শঙ্খ ঘোষ যেমন বলেছেন, নানা পাঠকের নানারকম প্রত্যাশা, নানা পছন্দ, নানা বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা। তার ফলে হয়তো আরও সংকলন হবে, আরও 'ব্যক্তিগত' সংকলন।

কিন্তু 'সঞ্চয়িতা' 'সঞ্চয়িতা'-ই থেকে যাবে, শিল্পীর স্বাক্ষরিত চিত্রের মতো; অদ্বিতীয়, অনন্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতার বৃহত্তম ভাণ্ডার, তাঁর ধারাবাহিক বিকাশ, বিবর্তন ও উত্তরণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল। তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি এর সর্বাঙ্গে।

জানুয়ারি, ২০০২
কলকাতা ৭০০ ০৮৪

পবিত্র সরকার

ভূমিকা

সঞ্চয়িতার কবিতাগুলি সংকলনের ভার আমি নিজে নিয়েছি। অন্যের উপরেই দিতাম। কেননা, কবিতা যে লেখে কবিতাগুলির অন্তরের ইতিহাস তার কাছে সুস্পষ্ট। বাহিরের প্রকাশে কবিতাগুলি উজ্জ্বল হয়েছে কি না হয়তো সেটা তার পক্ষে নিশ্চিত বোঝা কোনো কোনো স্থলে সহজ হয় না।

কিন্তু, এই সংকলন উপলক্ষে একটি কথা বলবার সুযোগ পাব প্রত্যাশা করে এ কাজে হাত দিয়েছি। যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের সে-সকল রচনা স্খলিত পদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।

মনে আছে কোনো-এক প্রবন্ধে আমার গানের সমালোচনায় এমন-সকল গানকে আমার কবিত্বের পঙ্গুতার দৃষ্টান্ত-স্বরূপে লেখক উদ্‌ধৃত করেছিলেন, যেগুলি ছাপার বইয়ে প্রশ্রয় পেয়ে আমাকে অনেক দিন থেকে লজ্জা দিয়ে এসেছে। সেগুলি অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়। কেউ কেউ সেগুলিকে ভালোও বাসেন, সেই দুর্গতির জন্যে আমি দায়ী। প্রবন্ধলেখককে দোষ দিতে পারি নে, কেননা লেখায় যে অপরাধ করেছি ছাপার অক্ষরে তাকে সমর্থন করা হয়েছে।

যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি, লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে, সে কথা বলবার স্থান এ নয়।

সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত ও ছবি ও গান এখনো যে বই-আকারে চলছে, একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ-দোষ। বালক যদি প্রধানদের সভায় গিয়ে ছেলেমানুষি করে তবে সেটা সহ্য করা বালকদের পক্ষেও ভালো নয়, প্রধানদের পক্ষেও নয়। এও সেইরকম। ওই তিনটি কবিতাগ্রন্থে আর কোনো অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ — লেখাগুলি কবিতার রূপ পায় নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখি হয়ে ওঠে নি — এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখি বললে দোষ দিতেই হবে।

ইতিহাস-রক্ষার খাতিরে এই সংকলনে ঐ তিনটি বইয়ের যে-কয়টি লেখা সঞ্চয়িতায় প্রকাশ করা গেল তা ছাড়া ওদের থেকে আর- কোনো লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না। ভানুসিংহের পদাবলী সম্বন্ধেও সেই একই কথা। কড়ি ও কোমলে অনেক ত্যাজ্য জিনিস আছে, কিন্তু সেই পর্বে আমার কাব্য-ভূসংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে।

তার পর মানসী থেকে আরম্ভ করে বাকি বইগুলির কবিতায় ভালো মন্দ মাঝারির ভেদ আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে।

এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছা করেছি তার অনেকগুলিই দেওয়া হল না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হতে হতে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীতমনে আত্মসংবরণ করেছি।

এ-রকম সংকলন কখনোই সম্পূর্ণ হতে পারে না। মনের অবস্থা-পরিবর্তন হয়, মনোযোগের তারতম্য ঘটে। অবিচার না হয়ে যায় না।

আমার লেখা যে-সকল কাব্যগ্রন্থ দীর্ঘকাল পাঠকদের পরিচিত, এই গ্রন্থে তাদেরই থেকে বিশেষ করে সংগ্রহ করা হয়েছে। যেগুলি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত সেগুলি যথাস্থানে পূর্ণতর পরিচয়ের অপেক্ষায় রইল।

শান্তিনিকেতন
পৌষ ১৩৩৮

সূচীপত্র

সূচীপত্রে উল্লিখিত গ্রন্থের পরেই সংকলিত কবিতাগুচ্ছের রচনাকাল মুদ্রিত হইল। যে ক্ষেত্রে উহা জানা নাই, * চিহ্নে প্রথম প্রচারের বা মুদ্রণের কাল দেওয়া গেল

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী : ১২৮৮ শ্রাবণ-১২৯২*
মরণ ২৫
প্রশ্ন ২৬
সন্ধ্যাসংগীত : ১২৮৮ *
দৃষ্টি ২৭
প্রভাতসংগীত : ১২৮৮ চৈত্র - ১২৮৯ পৌষ *
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ২৮
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ৩১
প্রভাত-উৎসব ৩২
ছবি ও গান : ১২৯০ ফাল্গুন*
রাহুর প্রেম ৩৩
কড়ি ও কোমল : ১২৯৩*
প্রাণ ৩৫
পুরাতন ৩৬
নূতন ৩৭
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ৩৯
গীতোচ্ছ্বাস ৪০
চুম্বন ৪১
বাহু ৪১
চরণ ৪২
হৃদয়-আকাশ ৪২
স্মৃতি ৪৩
হৃদয়-আসন ৪৩
বন্দী ৪৪
কেন ৪৪
মোহ ৪৫
মরীচিকা ৪৫
মানসী : ১২৯৪ বৈশাখ - ১২৯৭ কার্তিক :
ভুলে ৪৬
ভুল-ভাঙা ৪৭
বিরহানন্দ ৪৮
সিন্ধুতরঙ্গ ৫০
নিষ্ফল কামনা ৫৪
নারীর উক্তি ৫৬

মানসী : ১২৯৪ বৈশাখ-১২৯৭ কার্তিক
পুরুষের উক্তি ৫৯
বধূ ৬৩
ব্যক্ত প্রেম ৬৬
গুপ্ত প্রেম ৬৮
অপেক্ষা ৭০
সুরদাসের প্রার্থনা ৭৩
ভৈরবী গান ৭৬
বর্ষার দিনে ৮০
অনন্ত প্রেম ৮১
ক্ষণিক মিলন ৮২
ভালো করে বলে যাও ৮৩
মেঘদূত ৮৪
অহল্যার প্রতি ৮৮
আমার সুখ ৯১
সোনার তরী : ১২৯৮ ফাল্গুন - ১৩০০ অগ্রহায়ণ
সোনার তরী ৯২
নিদ্রিতা ৯৩
সুপ্তোত্থিতা ৯৫
হিং টিং ছট্ ৯৮
পরশপাথর ১০৩
দুই পাখি ১০৬
গানভঙ্গ ১০৮
যেতে নাহি দিব ১১০
মানসসুন্দরী ১১৬
দুর্বোধ ১২৭
ঝুলন ১২৮
সমুদ্রের প্রতি ১৩১
হৃদয়যমুনা ১৩৪
ব্যর্থ যৌবন ১৩৬
প্রত্যাখ্যান ১৩৭
লজ্জা ১৩৮
পুরস্কার ১৪০
বসুন্ধরা ১৬১
নিরুদ্দেশ যাত্রা ১৭০
বিদায় অভিশাপ : ১৩০০ শ্রাবণ
বিদায়-অভিশাপ ১৭১
চিত্রা : ১২৯৯ চৈত্র - ১৩০২ ফাল্গুন
সুখ ১৮২
প্রেমের অভিষেক ১৮৪
এবার ফিরাও মোরে ১৮৭
মৃত্যুর পরে ১৯১
সাধনা ১৯৬
ব্রাহ্মণ ১৯৮

চিত্রা : ১২৯৯ চৈত্র - ১৪০২ ফাল্গুন
পুরাতন ভৃত্য ২০১
দুই বিঘা জমি ২০৩
নগরসংগীত ২০৬
চিত্রা ২০৮
আবেদন ২০৯
উর্বশী ২১৩
স্বর্গ হইতে বিদায় ২১৫
দিনশেষে ২১৯
সান্ত্বনা ২২১
বিজয়িনী ২২৩
জীবনদেবতা ২২৬
রাত্রে ও প্রভাতে ২২৮
১৪০০ সাল ২২৯
সিন্ধুপারে ২৩০
চৈতালি : ১৩০২ চৈত্র - ১৩০৩ শ্রাবণ
উৎসর্গ ২৩৪
বৈরাগ্য ২৩৫
মধ্যাহ্ন ২৩৬
দুর্লভ জন্ম ২৩৭
খেয়া ২৩৮
ঋতুসংহার ২৩৮
মেঘদূত ২৩৯
দিদি ২৩৯
পরিচয় ২৪০
ক্ষণমিলন ২৪০
সঙ্গী ২৪১
করুণা ২৪১
স্নেহগ্রাস ২৪২
বঙ্গমাতা ২৪২
মানসী ২৪৩
মৌন ২৪৩
অসময় ২৪৪
কুমারসম্ভবগান ২৪৪
মানসলোক ২৪৫
কাব্য ২৪৫
কণিকা : ১৩০৬ অগ্রহায়ণ *
হাতে-কলমে ২৪৬
গৃহভেদ ২৪৬
গরজের আত্মীয়তা ২৪৬
কুটুম্বিতা ২৪৬
উদারচরিতানাম্ ২৪৭
অসম্ভব ভালো ২৪৭

মরণ

মরণ রে,
তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরন তুঝ, মেঘজটাজূট,
রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান।
তুঁহুঁ মম শ্যামসমান ॥

মরণ রে,
শ্যাম তোঁহারই নাম।
চির বিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহুঁ ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন-দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আও রে আও ॥

ভুজপাশে তব লহ সম্বোধয়ি,
আঁখিপাত মঝু আসব মোদয়ি,
কোর-উপর তুঝ রোদয়ি রোদয়ি
নীদ ভরব সব দেহ।
তুঁহুঁ নহি বিসরবি, তুঁহুঁ নহি ছোড়বি,
রাধা-হৃদয় তু কবহুঁ ন তোড়বি,
হিয় হিয় রাখবি অনুদিন অনুখন,
অতুলন তোঁহার লেহ ॥

দূর সঙে তুঁহুঁ বাঁশি বজাওসি,
অনুখন ডাকসি, অনুখন ডাকসি
'রাধা রাধা রাধা'।

দিবস ফুরাওল, অবহুঁ ম যাওব,
বিরহতাপ তব অবহুঁ ঘুচাওব,
কুঞ্জবাট'পর অবহুঁ ম ধাওব,
সব কছু টুটইব বাধা।
গগন সঘন অব, তিমির মগনভব,
তড়িত চকিত অতি, ঘোর মেঘরব,
শাল তাল তরু সভয়তবধ সব,
পন্থ বিজন অতি ঘোর।
একলি যাওব তুঝ অভিসারে,
যাক পিয়া তুঁহুঁ কি ভয় তাহারে,
ভয়বাধা সব অভয়মূর্তি ধরি
পন্থ দেখায়ব মোর।
ভানুসিংহ কহে, ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি —
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহুঁ দেখ বিচারি ॥

প্রশ্ন

কো তুঁহুঁ বোলবি মোয়।
হৃদয়মাহ মঝু জাগসি অনুখন,
আঁখউপর তুঁহুঁ রচলহি আসন —
অরুণ নয়ন তব মরমসঙে মম
নিমিখ ন অন্তর হোয় ॥

হৃদয়কমল তব চরণে টলমল,
নয়নযুগল মম উছলে ছলছল —
প্রেমপূর্ণ তনু পুলকে ঢলঢল
চাহে মিলাইতে তোয় ॥

বাঁশরিধ্বনি তুহ অমিয়গরল রে,
হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরল রে,
আকুল কাকলি ভুবন ভরল রে —
উতল প্রাণ উতরোয় ॥

হেরি হাসি তব মধুঋতু ধাওল,
শুনয়ি বাঁশি তব পিককুল গাওল,
বিকল ভ্রমরসম ত্রিভুবন আওল —
চরণকমলযুগ ছোঁয় ॥

গোপবধূজন বিকশিতযৌবন,
পুলকিত যমুনা, মুকুলিত উপবন —
নীলনীর'পরে ধীর সমীরণ
পলকে প্রাণমন খোয় ॥

তৃষিত আঁখি তব মুখ'পর বিহরই,
মধুর পরশ তব রাধা শিহরই —
প্রেমরতন ভরি হৃদয় প্রাণ লই
পদতলে আপনা খোয় ॥

কো তুঁহুঁ কো তুঁহুঁ সব জন পুছয়ি
অনুদিন সঘন নয়নজল মুছয়ি—
যাচে ভানু, সব সংশয় ঘুচয়ি
জনম চরণ'পর গোয় ॥

দৃষ্টি

বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখিদুটি,
চাহিলে হৃদয়-পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কী লুকানো ছিল
হৃদয়নিভৃতে —
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।
কখনো গাও নি তুমি, কেবল নীরবে রহি
শিখায়েছ গান—

স্বপ্নময় শান্তিময় পূরবীরাগিণীতানে
বাঁধিয়াছ প্রাণ।
আকাশের পানে চাই, সেই সুরে গান গাই
একেলা বসিয়া।
একে একে সুরগুলি অনন্তে হারায়ে যায়
আঁধারে পশিয়া ॥

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

দেশশূন্য কালশূন্য জ্যোতিঃশূন্য মহাশূন্য-'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান।
সহসা আনন্দসিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান।

চারি মুখে বাহিরিল বাণী,
চারি দিকে করিল প্রয়াণ।
সীমাহারা মহা-অন্ধকারে
সীমাশূন্য ব্যোমপারাবারে
প্রাণপূর্ণ ঝটিকার মতো,
আশাপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা ॥

আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি।
জ্যোতির্ময় জটাজাল কোটিসূর্যপ্রভা বহি
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে ॥

জগতের গঙ্গোত্রীশিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
স্তব্ধতার পাষাণহৃদয়
শত ভাগে গেল বিদীরিয়া ॥

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে